দৈনিক বাংলা

তারিখ 25 MAR 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১
৫৫

২৭ মার্চ ছাত্রলীগ ধর্মঘট ডেকেছে

ডাকসু নির্বাচন ঃ সবার মত নিয়েই তারিখ ঠিক হয়েছে — ভিসি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আগামী ২৭ মার্চ ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিনে ছাত্রলীগ (ম-ই) বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট ডেকেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের এক সমাবেশে ধর্মঘটের এই কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

ছাত্রলীগের এই ধর্মঘট আহবানের ফলে পূর্বনির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নতুন করে জটিলতার সৃষ্টি হবে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, ডাকসু নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করতে গেলে আগামী বছরের এপ্রিল মাসের আগে এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন সুযোগ নেই।

ভাইস চ্যান্সেলর গতকাল ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করছিলেন।

জনাব এমাজউদ্দীন বলেন, সুষ্ঠুভাবে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া দেড় বছর আগে শুরু হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন ও ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিমাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রনেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে বসেন।

তিনি বলেন, সকল ছাত্র সংগঠনের সাথে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে তাদের উত্থাপিত সমস্যাসমূহ সমাধান করা হয়েছে এবং ক্যাম্পাসে নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার বিষয়টিও সকল ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতামতের উপর ভিত্তি করে ঠিক করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, একটি মাত্র ছাত্র সংগঠনের দাবির প্রেক্ষিতে ডাকসু নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া কখনোই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্বনির্ধারিত তারিখেই ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে দৃঢ়তার সাথে কাজ

(৮-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু নির্বাচন ঃ সবার মত নিয়েই তারিখ

(৮-এর পৃষ্ঠার পর)

করে যাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ভাইস চ্যান্সেলর বলেন, ছাত্রনেতৃবৃন্দের দাবির প্রেক্ষিতে ১২ এপ্রিল ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সমস্যার সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, ডাকসু নির্বাচন যথাসময়ে সম্পন্ন করাও যেমন জরুরী, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রমও সময়মত চালাতে হবে। বর্তমান নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আগামী বছর এপ্রিল মাসের আগে তা সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান।

জনাব এমাজউদ্দীন ভিসি অফিসে হামলার ঘটনাকে গত এক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস বলে উল্লেখ করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে এই সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো হয়েছে।

তিনি ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্তৃক তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করাকে দুঃখজনক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগ দাবি বা তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার অধিকার কোন ছাত্র সংগঠনের নেই।

যথাসময়ে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করার বিষয়ে আলোচনার দরজা সব সময়ই খোলা আছে বলে উল্লেখ করে তিনি আলোচনার মাধ্যমে যে কোন সমস্যা সমাধান করার জন্য ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রতি আহবান জানান।

ছাত্রদল

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ডাকসু নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিনে ছাত্রলীগের (ম-ই) বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট আহবানের নিন্দা করেছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দীন আলম এ ব্যাপারে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, নির্বাচনে হেরে যাওয়ার ভয়ে ছাত্রলীগ (ম-ই) নির্বাচন-বিরোধী নানা ষড়যন্ত্র করছে। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা ছাত্রলীগের (ম-ই) এই ষড়যন্ত্রের কাছে জিম্মি হতে পারে না।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে নির্ধারিত তারিখে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করার দাবি জানান।

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

ছাত্রলীগ (ম-ই)

ছাত্রলীগের (ম-ই) উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে গতকাল এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ও সকল হল থেকে অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীকে বহিষ্কার করে সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে আগামী রোববার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট আহবান করা হয়।

ছাত্রলীগের সভাপতি মঈনউদ্দীন হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম, পংকজ নাথ, শফিকুল আলম শফিক প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সমাবেশে মঈনউদ্দীন হাসান চৌধুরী বলেন, বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হয়নি। তিনি ভাইস চ্যান্সেলরকে একটি দলের সমর্থক বলে অভিযোগ করে বলেন, দলীয় ভাইস চ্যান্সেলরের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে না। তিনি অবিলম্বে ভাইস চ্যান্সেলরের পদত্যাগ দাবি করেন।

সমাবেশ শেষে কালো পতাকাসহ ছাত্রলীগের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটি ভাইস চ্যান্সেলরের অফিসের সামনে যায় এবং প্রায় দু'ঘন্টা ধরে সেখানে অবস্থান ধর্মঘট পালন করে।

সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের (ম-ই) জাতীয় কার্যকরী সংসদের এক জরুরী সভা মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মঈনউদ্দীন হাসান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দীনের অধীনে অবাধ নিরপেক্ষ ডাকসু নির্বাচন সম্ভব নয় বলে উল্লেখ করে তাঁর অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের (ম-ই) কর্মসূচীর প্রতিবাদে ছাত্রদল সভাপতি ফজলুল হক মিলন এবং সাধারণ সম্পাদক নাজিমউদ্দীন আলম গতকাল এক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, বহু-কাঙ্খিত ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যখন সকল ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে নির্বাচনী কর্মকান্ডে সক্রিয়, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্য বিরাজ করছিল, ঠিক তখনই ছাত্রলীগ (ম-ই) ডাকসু নির্বাচনকে বানচাল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করে ক্যাম্পাসে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করছে। ইতমধ্যে সন্ত্রাসীরা ভিসির সাথে অশোভন আচরণসহ ভিসি অফিস ভাংচুর করে ক্যাম্পাসে ভীতিকর অবস্থার জন্ম দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতামতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ডাকসুর মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ২৭ মার্চ ধর্মঘট আহবান করেছে, যা কোনভাবে কাম্য নয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ডাকসু এদেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূতিকাগার, ২৮ হাজার ছাত্রছাত্রীর আশা-আকাংখার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু ছাত্রলীগের (ম-ই) সাংগঠনিক দেউলিয়াত্বের কারণে, নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়ে ডাকসু নির্বাচন বানচাল হতে পারে না। ৯১ সালেও মুজিববাদী ছাত্রলীগ (ম-ই) অযৌক্তিক দাবি তুলে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নির্বাচনকে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিয়েছিল, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মতামতকে কেড়ে নিয়েছিল। নেতৃবৃন্দ এ সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়ে ডাকসু নির্বাচন ঘোষিত তারিখে অনুষ্ঠানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মচারীদের সহযোগিতার আহবান জানান এবং ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য সকল ছাত্র সংগঠনের সম্মিলিত ঐক্যের আহবান জানান।